ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতিবন্ধকতা বা সমস্যাগুলি নিম্নলিখিতভাবে আলোচনা করা হল ঃ

(১) **ধর্মকে নিয়ে রাজনীতি ঃ** ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের অন্যতম প্রধান শর্ত হল ধর্মকে রাজনীতি থেকে স্বতন্ত্র রাখা। কিন্তু সমকালীন ভারতে তার উল্টোটাই হচ্ছে। এখানে ধর্মকে রাজনীতি থেকে আলাদা রাখার পরিবর্তে ধর্মকে নিয়েই রাজনীতি করা হচ্ছে। রাজনৈতিক নেতাদের আচরণে সংকীর্ণ ধর্মীয় বিশ্বাসকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। মুসলিম মৌলবাদকে সন্তুষ্ট করার জন্য ঐতিহাসিক শাহবানু মামলার রায়কে অতিক্রম করে মুসলিম মহিলা (সংরক্ষণ) আইন পাশ করা হচ্ছে ; আবার হিন্দু মৌলবাদকে তুষ্ট করার জন্য অযোধ্যায় রাম মন্দিরের শিলান্যাস করা হচ্ছে। ভোটের সময় প্রার্থী নির্বাচনে ও নির্বাচনী প্রচারে ধর্মীয় আবেগকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। দেশের রাজনৈতিক নেতাদের সংকীর্ণ রাজনীতির স্বার্থে ইমাম, শঙ্করাচার্য, মোহান্তদের দ্বারস্থ হতে দেখা যাচ্ছে।

(২) **মৌলবাদ ঃ** ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জটি এসেছে হিন্দু ও মুসলিম মৌলবাদের তরফ থেকে। হিন্দু মৌলবাদীদের দাবি হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। তাঁরা মুসলমানদের বিদেশি বলে আখ্যায়িত করেছেন। অন্যদিকে মুসলিম মৌলবাদীরাও নিজেদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিকে আঁকড়ে ধরে আছেন। দীর্ঘকাল যাবৎ এদেশে বসবাস করেও তাঁরা অনেকে ভারতকে নিজ দেশ বলে ভাবতে পারেন না। তাঁরা মুসলমানদের নিজস্ব আইনকে জাতীয় আইনের থেকে আলাদা রাখতে চান এবং দেশে অভিন্ন দেওয়ানি আইন প্রণয়নের চরম বিরোধিতা করেন।

(৩) **আর্থিক অনগ্রসরতা ঃ** ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল জনসাধারণের আর্থিক স্বাচ্ছল্য এবং মানবিক মূল্যবোধ। কিন্তু এ দুটি ক্ষেত্রেই ভারত যথেষ্ট পিছিয়ে রয়েছে। এদেশের ৪০ শতাংশ মানুষ এখনও পর্যন্ত দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করছে। এই দরিদ্র বঞ্চিত মানুষ স্বাভাবিকভাবেই সংকীর্ণ ধর্মীয় বিশ্বাসের শিকার হয়। এই ধরনের মানুষের পক্ষে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস, সামাজিক প্রথা, লোকাচার প্রভৃতির প্রভাব উপেক্ষা করে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে গ্রহণ করা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে **এম. আর. এ. বেগ** (M. R. A. Baig) তাঁর *'The Muslim Dilemma in India* গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, নিজেদের সামাজিক ও ধর্মীয় পরিচিতির ব্যাপারে অতিমাত্রায় সচেতন ভারতীয় জনগণ ধর্মনিরপেক্ষ নীতিটিকে সাদরে গ্রহণ করবে এরূপ আশা করা সিদ্ধ ডিম দিয়ে ওমলেট তৈরির চেষ্টার মতোই অবাস্তব।

(৪) **সাম্প্রদায়িক দল, সংগঠন, সংবাদপত্র ইত্যাদি ঃ** ভারতে এমন অনেক রাজনৈতিক দল, সংগঠন, সংবাদপত্র ইত্যাদি রয়েছে যেগুলি সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেয়, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টিতে প্ররোচনা দেয়। উদাহরণস্বরূপ বি. জে. পি., মুসলিম লিগ, আকালি দল, প্রভৃতি রাজনৈতিক দলগুলি এবং জামাতে-ই-ইসলাম, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, শিবসেনা, মুসলিম ইউনাইটেড ফ্রন্ট প্রভৃতি সংগঠনগুলি নিজেদের বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বলে জাহির করে। এছাড়া

Scanned with CamScanner

অর্গানাইজার, স্বস্তিকা, আকালি পত্রিকা, সোবাত, সারসিক প্রভৃতি সংবাদপত্র রয়েছে যেগুলি ভিত্তিহীন সংবাদ প্রকাশ করে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশকে ধ্বংস করে।

(৫) **ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ :** ভারতীয় সংবিধানের ২৬ নং ধারার ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে আদালত মঠ-মন্দিরে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু সেই নির্দেশ উপেক্ষা করে রাষ্ট্র মঠ-মন্দিরের প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করতে দ্বিধাবোধ করছে না। এছাড়া রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ধর্মকে তাঁদের ব্যক্তিগত আচরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখছেন না। রাষ্ট্রীয় নেতারা বেশ ঢাক-ঢোল পিটিয়েই এ মন্দির সে মন্দিরে ছুটছেন। প্রকৃতপক্ষে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামোকে বজায় রাখার জন্য যে দায়িত্ববোধের পরিচয় দেওয়া উচিত, ভারতের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে তা আশা করা যায় না। ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর শুধু বাবরি মসজিদের কাঠামোটি ধ্বংস হয়নি, সেইসঙ্গে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামোটিও ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আর এটি ঘটে তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকারের নিস্পৃহ মনোভাব এবং দায়িত্ববোধের অভাবে। অতঃপর কেন্দ্রে বি. জে. পি.-র নেতৃত্বে মোর্চা সরকার গঠিত হলে রজরঙ্ দল, শিবসেনা প্রভৃতি হিন্দু মৌলবাদী সংগঠনগুলির প্রভাব প্রতিপত্তি অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ফলে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামোটি এক বিরাট চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে পড়ে।

(৬) **আত্মসচেতন জাতিগোষ্ঠী :** ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর অবস্থান লক্ষ করা যায়। এইসব জাতিগোষ্ঠীর প্রত্যেকেই নিজের নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার ব্যাপারে ভীষণভাবে সচেতন। দক্ষিণভারতে এমন কিছু জাতিগোষ্ঠী রয়েছে যারা জাতব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থানকারী ব্রাহ্মণদের রান্না করা খাদ্য, এমনকি জল পর্যন্তও গ্রহণ করে না। **এস. এল. সিক্রি** ভারতীয় জাতিগোষ্ঠীগুলির এই স্বাতন্ত্র্যবোধকে ধর্মনিরপেক্ষতার পথে একটি বড় অন্তরায় হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

(৭) **বৈষম্যমূলক সংরক্ষণ নীতি :** ভারতীয় সংবিধানে উল্লিখিত সংরক্ষণ নীতি অতিমাত্রায় বৈষম্যমূলক। তফসিলী জাতি ও উপজাতি এবং ঈঙ্গভারতীয় সম্প্রদায় সহ অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির উন্নতির জন্য বিশেষ সুযোগ-প্রদানের ব্যবস্থা করা হলেও ভারতের মুসলমান, শিখ প্রভৃতি সম্প্রদায়ভুক্ত অনগ্রসর মানুষদের জন্য কোনো বিশেষ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়নি। ফলে এইসব সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পায় এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়। আবার এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা উচ্চবর্ণ হিন্দুদের মনেও ক্ষোভের সঞ্চার করে। এইসব কারণে **মীরন ভাইনার** (Myron Weiner), **মার্ক গালান্টার** (Marc Galanter), **অরুণা আহমেদ** প্রমুখ লেখকগণ ভারতের সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে ধর্মনিরপেক্ষতার অন্যতম প্রতিবন্ধক বলে মনে করেন।

(৮) **অভিন্ন দেওয়ানি আইনের অনুপস্থিতি :** ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার পথে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অন্তরায় হল অভিন্ন দেওয়ানি আইনের অনুপস্থিতি। এখানে হিন্দুদের জন্য নানারূপ সংস্কারমূলক আইন (উদাহরণস্বরূপ হিন্দু-বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ সংক্রান্ত আইন) প্রবর্তন করা হলেও মুসলমান বা অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য এই আইন প্রযোজ্য হয় না। ফলে মুসলমান তথা অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষেরা, বিশেষ করে নারীজাতি, পুরানো পুরুষশাসিত সমাজের প্রচলিত আইনের আওতার বাইরে আসতে পারে না। এ ব্যাপারে আদালতের রায়কেও

Scanned with CamScanner

পার্লামেন্ট প্রণীত আইনের মাধ্যমে অগ্রাহ্য করা হয়। সরকারি আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এই ধরনের পক্ষপাতমূলক আচরণ ধর্মনিরপেক্ষতার পথে বাধা সৃষ্টি করে।

(৯) **ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার অভাব ঃ** ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শকে তুলে ধরার মতো ব্যবস্থা ভারতের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে নেই। বিভিন্ন পূজা-পার্বণে ছুটি দেওয়া হয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই নানাবিধ ধর্মীয় উৎসব পালন করা হয়। এমনকি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির আবেদনপত্রে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে তার ধর্ম, জাতি ইত্যাদি জানাতে হয়। এগুলি নিঃসন্দেহে ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এসবের পরিপ্রেক্ষিতে **কৌসার আজম** (Kousar Azam) তাঁর *'Political Aspects of National Integration'* শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, ভারতের তরুণ ছাত্রছাত্রীদের মনে ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শকে ঢুকিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির কোনো সদর্থক ভূমিকা নেই।

প্রতিকার ঃ উপরিউক্ত আলোচনা থেকে একথা সহজেই অনুমেয় যে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামোটি বর্তমানে এক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে রয়েছে। এই প্রতিকূল অবস্থাকে কাটিয়ে উঠে ধর্ম নিরপেক্ষতার ভিতকে শক্তিশালী করতে হলে কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ আশু প্রয়োজন। যেমন—(ক) রাজনীতি থেকে ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে ; (খ) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চাদ্‌পদতা দূর করতে হবে ; (গ) ধর্ম ও জাতপাতের ভিত্তিতে প্রচলিত সংরক্ষণ ব্যবস্থা তুলে দারিদ্র্যের মানদণ্ডে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে ; (ঘ) উপযুক্ত গণতান্ত্রিক ও সংস্কারমুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে ধর্মীয় সহনশীলতা বাড়াতে হবে ; (ঙ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষাদান ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন নিষিদ্ধ করতে হবে ; (চ) সংবাদপত্র, বেতার, দূরদর্শন প্রভৃতি গণমাধ্যমগুলিতে যে-কোনো প্রকার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপ্রসূত প্রচারকার্য পরিচালনা নিষিদ্ধ করতে হবে। সবশেষে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার প্রচলিত অর্থব্যঞ্জনাকে বদলাতে হবে। 'সব ধর্মই সমান' এই দৃষ্টিভঙ্গির বদলে মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে সবার উঁচুতে স্থান দিতে হবে। মানুষকে শেখাতে হবে, মানুষের পরিচয় ধর্মে নয়, তার কীর্তিতে, তার মনুষ্যত্বে। ধর্মের মানুষ হয় না, মানুষেরই ধর্ম হয়।

Scanned with CamScanner